বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন স্কুলকে সংর্বধনা দিলেন, হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের জেলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার শুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের রাজসিক সংর্বধনা দিলেন হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন।

বুধবার (২৭সেপ্টেম্বর) সকালে বিদ্যালয় মাঠে সংর্বধনার আয়োজন করা হয়। আনুষ্ঠানে বিজয়ী খেলোয়াড়, কোচ ও প্রধান শিক্ষকের হাতে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেন পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইউসুফ আলী, দলের কোঁচ সহকারী শিক্ষক আব্দুস সামাদ আজাদ দিপু, সহকারী শিক্ষক নাজিম উদ্দীনসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়াও পৌরসভার প্যানেল মেয়র সিদ্দিকুর রহমানসহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলায় কালীগঞ্জ উপজেলার মথনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৩-০ গোলে হারিয়ে জেলার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা

অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের স্মার্ট ফোনের আসক্তি থেকে দূরে রেখে বিজ্ঞান মনোস্ক হিসেবে গড়ে তুলতে কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞান মেলা ও কুইজ প্রতিযোগিতা।

আজ বিকেলে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ বিজ্ঞান মেলা ও কুইজ প্রতিযোগিতা সমাপনি হয়।

মেলার সমাপনিতে সপ্তম শ্রেণীর ক শাখার সিমন্তী ইকবালের নেতৃত্বে সুপার সেভেন দল বিজ্ঞান মেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

পরিবেশ সুরক্ষা পরিকল্পিত নগরায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শীর্ষক বিজ্ঞান মেলায় তার দল উপস্থাপন করেছে পরিবেশ সুরক্ষায় নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়ে।

সিমন্তী ইকবাল জানান, নবায়ন যোগ্য শক্তি ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশের এমনকিছু পিছিয়ে পড়া এলাকা আছে সেখানে বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছায়নি। যেখানে বিশুদ্ধ পানিরও ব্যাপক অভাব রয়েছে। সেই সব এলাকায় আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না করে নবায়ন যোগ্য শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে সুন্দর সুস্থ্য একটা জীবন দিতে পারি। আমাদের প্রজেক্টের নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে দেখানো হয়েছে সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল, পানি বিদ্যুৎ এবং ব্যায়োগ্যাস উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

সিমন্তী ইকবালের নেতৃত্বে আরও শিক্ষার্থী ফাতেমা হাসান মুগ্ধ, মহিম ইসলাম তুষ্পা, আফিয়া মাইরা অন্তু, মিথিলা ফারজানা খুশবু, আয়েশা সিদ্দিকা, জান্নাতুল মাওয়া প্রমুখ।

পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক এর সভাপতিত্বে ও সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নাদিরা খানম এর পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আল মামুন তালুকদার বলেন, ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের গড়ে তুলতে এই ধরণের বিজ্ঞান মেলা সময়োযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আর এই ধরণের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও নেওয়ার আহবানও জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক

বলেন, এসব উদ্ভাবনের সাথে পরিচিতি করা এবং এলাকার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনোস্ক করার লক্ষেই এমন বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ায় স্কুলে যাননা সহকারী শিক্ষক

স্বামী প্রধান শিক্ষক তাই দিনের পর দিন স্কুলে অনিয়মিত সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুন। স্কুলে তার দেখা মিলে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে। অভিযোগ রয়েছে প্রধান শিক্ষক স্বামীর সাহায্যে বাড়িতে বসে নিয়মিত শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরও করেন। বাড়িতে বসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে এভাবেই বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি দেখিয়ে বেতন তুলে নিচ্ছেন তিনি।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এইচ এস কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুনের। তাঁর স্বামী ওই একই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান। স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন আনোয়ারা খাতুন। স্কুলের ক্লাস রুটিনে সপ্তাহে মাত্র দুটি ক্লাসে তার নাম থাকলেও সেসব ক্লাস নিচ্ছে ওই স্কুলের অন্য শিক্ষকরা। এ নিয়ে অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হওয়ায় তাদের দাপটে মুখ খুলতে ভয় পায় শিক্ষকরা।

আর শিক্ষার্থীরা আনোয়ারা খাতুন নামের একজন শিক্ষকের কথা জানলেও তাকে শেষ কবে দেখেছে তা সঠিক ভাবে মনে করতে পারেনা। অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্রী জানান , আনোয়ারা ম্যাডাম ক্লাস সিক্সে আমাদের ক্লাস নিয়েছে কয়েকদিন তারপর তাকে স্কুলে আমরা সেভাবে দেখিনি।

নবম শ্রেণির একজন ছাত্র জানান , আনোয়ারা ম্যাডাম শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি আমাদের কোন ক্লাসও নেয়না।

দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান , তিনি মাঝেমধ্যে স্কুলে আসেন কোন প্রয়োজন হলে। আনোয়ারা ম্যাডাম নিয়মিত স্কুলে আসেনা কেন এরকম কথা হলে হেডস্যার বলেন অসুস্থার জন্য ছুটিতে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার অনিয়মিত স্কুলে আসা নিয়ে কোন ছাত্রছাত্রী মুখ খুললেই তার জন্য কঠিন শাস্তি হবে এরকম ভয়ে প্রকাশ্য আমরা কেউ বলতেও পারিনা।

স্কুলে না আসার বিষয়ে জানতে আনোয়ারা খাতুনের সঙ্গে মুঠোফোনে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামানের কাছে জানতে চাইলে টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে থাকার অজুহাতে ফোন কেটে দেন তিনি। পরে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে তাকেও একাধিকবার ফোন ও পরিচয় দিয়ে বিষয়টি জানতে চেয়ে এসএমএস পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন , বিষয়টি আমি অবগত রয়েছি এবং অভিযোগ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। সরকারের বেতন নিবে সে কিন্তু স্কুলে যাবেনা এটা কোন কথার মধ্যে পড়ে না। আমিও জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি বলবো।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো : আব্বাস উদ্দিন বলেন , কয়েকদিনের মধ্যে আমি সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো।

ঝিনাইদহে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি বিভিন্ন দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলিনায়তনে বিসিএস

সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের ক্যাডার কম্পোজিশনের সুরক্ষা, পদোন্নতি, পদসৃজন, স্কেল আপগ্রেডেশন ও আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনসহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাদের দাবি আদায় না হলে আগামী ২ অক্টোবর সারা দেশে একদিনের কর্মবিরতি পালন করবেন। এরপরও তাদের দাবি মানা না হলে ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

এ কর্মসুচিতে সারাদেশে সকল সরকারি কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডাররা অংশগ্রহণ করবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ঝিনাইদহ জেলা ইউনিটের সভাপতি সরকারী কেশব চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমার মৌলিক, সহ-সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক মিজানুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ ইসলাম, সহযোগি অধ্যাপক প্রদীপ চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক আবু তাহের, কেন্দ্রীয় নেতা সহকারী অধ্যাপক ইমরান আলী। সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ৭০-৮০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির আহমেদ সিদ্দিকী সহ শিক্ষক নেতারা।

মেহেরপুরে বৃত্তিতে এগিয়ে

সন্ধানী ও জিনিয়াস

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণদের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায়ী শিক্ষা শাখার নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করেছ। মেহেরপুর জেলায় মোট ১১৪ জন ছাত্র ছাত্রী বৃত্তির আওতায় এসেছে। এদের মধ্যে মেধাবৃত্তি পেয়েছেন পাঁচজন, উপজেলা কোটাতে পেয়েছেন ছয় জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছেন মোট ৯৩ জন ছাত্রছাত্রী।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১৭৮১ জনের মেধা ও সাধারণ বৃত্তি প্রদানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ৩৮৭ জন মেধা বৃত্তি ও ১৩৯৪ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন।

মেহেরপুর জেলাতে মেধাতালিকায় জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং সংখ্যা বিবেচনায় গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলার সেরা হয়েছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ৩ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ১ শিক্ষার্থী ও সাধারণ কোটায় ৭ শিক্ষার্থী নিয়ে মোট ১১ জন এ তালিকায় রয়েছেন।

অপরদিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি, উপজেলা কোটায় ২ জন ও সাধারণ কোটায় ১৮ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে।

২০২৩ সালের এসএসসি ফলাফলের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত তালিকায় মেহেরপুর জেলার সকল শিক্ষার্থীর নাম নিম্নরুপ।

মেধাতালিকায় বৃত্তি পেয়েছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মুশফিকুর রহমান, মীর রাফসান বাসার, নুসরাত জাহান, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের তালহা জুবায়ের অমি এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা তাহসিন শরীফ।

উপজেলা কোটাতে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের আহনাফ শাহরিয়ার জারিফ,সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আবরার জারিফ,সন্ধানী

স্কুল এন্ড কলেজের এ এইচ এম এহতেশাম মাহমুদ ও মোঃ সায়েম আল হাসান, জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মো: রহমত উল্লাহ এবং বাগোয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের সুলতান আহামেদ।

সাধারণ কোটাতে জেলাব্যপী ৯৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় রয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আবরার রাফিদ,হামিম আল ওয়াহিদ অয়ন, সুপ্রিয় রায়, মুনতাসির আল সাবিক, মো: মশিউর রহমান, ওয়াকিফ মাহমুদ, মোঃ তানজিম রহমান অর্পণ, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ মুহতাসিম ফুয়াদ, আরাফাত আমান রায়ান, মোঃ শফি সিদ্দিকী ও মাহাফুজ।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ জাকির হোসেন, শেখ শামসুল আরেফিন, ইশরাত জাহান, সাদিয়া রহমান, রাফিয়া তাসনিয়া, রশিদা আনজুম স্নেহা ও সালমা খাতুন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জান্নাতুল ফেরদৌস প্রীতি, আনিসা শর্মিলা, মোছাঃ আয়েশা আক্তার, লীলা খাতুন, আয়েশা খান, মিস বর্ষা আক্তার বিজলী ও তাপসী সাহা।

জাদুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মোছাঃ নিষাত জামান ও মোছাঃ সিমলা খাতুন। মোমিনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ নওশীন জাহান। সুবিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ আজাদ আলী। আর আর উচ্চ বিদ্যালয় সৈয়দ জুবায়ের হাসান সাবিত ও মোঃ সোহান আহমেদ।

শ্যামপুর শালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা আক্তার এবং হাতিভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস।

গাংনী উপজেলা তালিকায় রয়েছে, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ সিয়াম ইসলাম সাম্য, হাসিন রায়হান, মোঃ নাফিস ফুয়াদ, মোঃ আরাফাত হোসাইন, মোঃ মাশরাফি আল শামস উৎস,আহনাফ ইসলাম বর্ণিল, আফিফ আহমেদ, মোঃ তারেক রহমান, তাসনিয়া তাহসিন, আফরিন আঞ্জুম মিফতা,মোছাঃ নাজবিন জাহান নেহা, উম্মে মুশফিকা সুধা, মুমতারিন ইসলাম তমা, মুমতাহিন ইসলাম প্রিয়া, অনিকা তাবাসসুম, শাহরিয়ার আহমেদ, মোঃ বাইজিদ বোস্তামী ও ইয়াসমিন আরাবী।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের জান্নাতুন নাহার চাঁদনী।বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হোসাইন আদ্রিতা ইমরোজ, সাদিয়া তুত তাইয়েবা, মোছাঃ সাদিয়া আফরোজ ও লাবিব মাহমুদ।ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজয় কুমার শর্মা ও আব্দুল্লাহ আল নোমান।গাংনী উচ্চ বিদ্যালয় ও

কলেজের মোঃ জুবায়ের আহমেদ ,মোছাঃ শামিহা নূর তানজিম , মোঃ সামিউল হোসেন , সেলিম রেজা , ফইরুজ ফারিহা ও মোছাঃ কানিজ ফাতিমা হুরাইয়া।জোড়পুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের রেয়ান আহমেদ , মোঃ রাশিদুল ইসলাম ও মোঃ ফাহাদ আলী।হোগলবাড়িয়া মোহাম্মদপুর হাজী ভরষউদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের শাহজাদা আলম ও মো : সোহান আলী।বামুন্দি নিশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ফাতেমা আজমী।এম এইচ এ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সীমা খাতুন , মোছাঃ সোহানা খাতুন ও মোছাঃ রত্না খাতুন।কুমারীডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ তিশা খাতুন। জে টি এস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ফাতেমা আক্তার হাসি। কে এন এস এইচ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সানজিদা সিদ্দিকা ফাতিমা।বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোছাঃ বুশরা খাতুন ও মোঃ নূর হোসাইন। এন পি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ মাহী। লুৎফুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় মোঃ রাজা মিয়া এবং মোহাম্মদপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মোঃ সাইফ হাসান ফাহিম।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মোছাঃ ইসরাত জাহান , আফসানা মিমি শান্তা , মোছাঃ সাবিকুন্নাহার তিশা , মোঃ আব্দুল মালেক। বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিয়ন কারিগর , সানিয়া মন্ডল , মনিষা মন্ডল ও তামিম ইকবাল। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোঃ শাহরিয়ার নাফিস। আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমির মো : আবু সাইদ এবং মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাহফুজ আলাম সিনহা।

চুয়াডাঙ্গায় স্কুল বালিকাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় স্কুল বালিকাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের ড্রিলশেডের ভিতরে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা

সভাটি সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) কোষাধ্যক্ষ সাবিনা ইয়াসমিন। এসএসমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আয়োজন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক)।

সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এস.এম.সি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের হেড অব হায়জিন প্রডাক্টের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান। কর্মশালা সভাটি সঞ্চয়লনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা। কর্মশালা সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, এস.এম.সি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের কুষ্টিয়া শাখার সেলস ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মামুন।

কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন জেলার চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে মোট ১৮০ জন বালিকা শিক্ষার্থীরা। এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গা এম.এ.বারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪০ জন বালিকা শিক্ষার্থী, রাহেলা খাতুন গার্লস একাডেমি থেকে ৪০ জন, ঝিনুক মাধ্যমিক বিদ্যাপিঠ থেকে ৪০ জনা, আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৪০ জন বালিকা শিক্ষার্থীরা।

কর্মশালায় সভায় মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয় মেয়েদের উদ্দেশ্য কথা বলেন দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক ও দীপ্ত টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি জান্নাতুল আওলিয়া নিশি। এরপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারিদের সাথে উন্মুক্ত ভাবে লাইফস্টাইল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এরপর জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুরক্ষার বিষয়ে তাদের একটা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়।

মেয়েদের মাসিক পিরিয়ড হলে কি কি লক্ষণ দেখা দিবে এবং এর থেকে সচেতনতা উপায় ও জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের নিয়ম নীতি নিয়ে কথা বলেন কর্মশালার বিশেষ বক্তা চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার।

এসময় কর্মশালায় প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) এর সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, নারীদের বয়সের সাথে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সামাজিক মানসিক ভাবে নারীদের সুস্থ থাকতে হবে। প্রতিদিন বেড়ে ওঠা কে মেয়েদের অনেক কিছু শেখায়। স্বাস্থ্য সচেতনতা আরো বেড়ে উঠুক নারীরা এটাই আমরা আশা করি সবসময়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ টি বিশেষ শাখার মধ্যে নারীদের বিশেষ ভুমিকা ক্ষমতায়ন রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারের বিশেষ নজরদারি করে আসছে।

নারীদের সব রকম অধিকার অংশিদার করছে। আজকের নারীরা আগামি স্মার্ট বাংলাদেশে বির্নিমাণে কাজ করে আসছে। আগামিতেও করবে বলে মনে করি। আজকের এই কর্মশালার মধ্যে নারীরা আরো নতুন ভাবে জাগ্রত হবে।

এরপর কর্মশালা অংশগ্রহণকারি বালিকা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য সচেতনতা ও উদ্দীপনামুলক কথা বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

কর্মশালার শেষ পর্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে কর্মশালা সভার অংশগ্রহণকারি সকল বালিকা শিক্ষার্থীরা মাদক ও বাল্যবিবাহকে লাল কার্ড দেখানো হয়।

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

“শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন “শব্দ ভান্ডারের দক্ষতা মানুষের যোগাযোগ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করে এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে, সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। বেলা ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতার পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্ষা শেষে খাতা মুল্যায়ন করে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর এডমিন অফিসার অশোক মালাকার এর সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার বিভোব দেওয়ানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম , মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজের সাবেক প্রফেসর বাকের আলী।

ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় উপজেলার ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি মাদ্রাসার ৯৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৫ জন বিজয়ী হয়।

গুডনেইবারর্স আয়োজিত ইন্টারস্কুল ওয়ার্ডমাস্টার প্রতিযোগিতায় ৯৫ জন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রী সাদিয়া আক্তার মাহি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ছাত্রী সুমাইয়া , তৃতীয় স্থান অধিকার করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মুশফিকুর , চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর এর ছাত্রী মারিয়া আক্তার ও রিয়া খাতুন।

অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট , বই এবং সার্টিফিকেট উপহার হিসাবে তুলে দেন।

মেহেরপুরে পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্ত করণ স্থাপনার উদ্বোধন

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার পিপিএম সেবা মোঃ রাফিউল আলম।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম।

এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক শরিফুল ইসলাম।

পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার উদ্বোধন ও অভিভাবক সমাবেশে সঞ্চালনা করেন সুলতানা রাজিয়া টনি। এছাড়াও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে পানির আর্সেনিক এবং আয়রন মুক্তকরণ স্থাপনার বাস্তবায়ন করেন বাংলাদেশ ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর প্রোগ্রামার।

চুয়াডাঙ্গায় এসএসসি-৮৯ ব্যাচের আয়োজনে ডা. শামিম কবিরকে সম্মাননা প্রদান

বন্ধু মহল এস এস সি ৮৯ ও এইচ এস সি ৯১ ব্যাচের আয়োজনে মাগুরার সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. শামিম কবিরকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় একাডেমি মোড়স্থ সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে বন্ধু মহলের অন্যতম সদস্য ডা. শামিম কবির মাগুরা জেলার সিভিল সার্জন হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করায় এ সন্মাননা প্রদান করা হয়।

বন্ধু মহলের সভাপতি এজাজ হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ্যাড. মনিবুল হাসান পলাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, সাংবাদিক বিপুল আশরাফ ও মোশারফ হোসেন। পরে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডা. শামিম কবির। তিনি বলেন, বন্ধুত্বের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। ধনী, গরীব নির্বিশেষে সবাই আমরা এক কাতারে কাজ করতে চাই। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি, সেই জন্য সকল বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বন্ধু মহলের সদস্য হামিমুজ্জামান সুমন, সাজ্জাত হোসেন বাদল, মিজানুর রহমান, খোকন, লিটন, আব্দুল হালিম, জাহাঙ্গীর, সাহিন মিয়া, টুটুল, শফিকুল, মুকুল, খন্দকার শামিম, হাবিবুর রহমান হাবিব প্রমুখ।